দেশ রূপান্তর

আপডেট : ২৪ জানুয়ারি, ২০২৩ ১৯:২৯

অগ্নিকাণ্ডে হতাহত কমাতে জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুসরণের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে অগ্নিকাণ্ডজনিত হতাহতের সংখ্যা কমাতে নিরাপত্তা নিশ্চিতে জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সোমবার ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'ফায়ার-সেফ গ্লেজিং ফর আর্কিটেকচার' শীর্ষক ইন্টার অ্যাক্টিভ সেশনে বক্তারা এ মন্তব্য করেন।

গ্রাসহপার গ্রুপ এবং এফজি গ্লাস যৌথভাবে বাংলাদেশের বাজারে শট ফায়ার সেফটি গ্লেজিং বাজারজাত করতে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশের (আইএবি) সভাপতি স্থপতি প্রফেসর ড. খন্দকার সাব্বির আহমেদ বলেন, তারা রানা প্লাজা, তাজরীন ফ্যাশন, এফআর টাওয়ার, নিমতলী ও চুড়িহাট্টার মতো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন।

তিনি আরো বলেন, বিল্ডিং কোড ও অন্যান্য নিয়ম না মানায় ঘটনাগুলো ঘটেছে। প্রতিটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা ভবন ও কারখানার ওপর নজরদারি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সাব্বির পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে সমস্ত সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং সরকারের বিভাগগুলিকে ভবন পর্যাপ্তভাবে পর্যবেক্ষণ করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, স্থপতিদের এখানে অনেক কাজ রয়েছে। ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে মানসম্পন্ন কারখানা এবং বিল্ডিংগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যদিও স্থপতিদের তাদের গ্রাহকদের সাশ্রয়ী মূল্যের চাহিদা মেটাতে হবে।

এফজি গ্লাসের পরিচালক তারিক কাচওয়ালা সেখানে স্বাগত বক্তব্য দেন।

প্যানেল আলোচনায়, বিজিএমইএ সহ-সভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম বলেন, রানা প্লাজা এবং তাজরিন ফ্যাশনের পরে তারা তাদের পোশাক শিল্পে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি করেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে ১৭০টির বেশি লিড সনদপ্রাপ্ত আরএমজি কারখানা রয়েছে যা বিশ্বের সর্বোচ্চ সংখ্যা। এখন আমরা বিল্ডিং কোড অনুসরণ করি।

তিনি আরো যোগ করেন, তাজরীন এবং রানা প্লাজার ঘটনাগুলি শিল্পের জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট ছিল যা অগ্নি নিরাপত্তা ইস্যুতে একটি বিপ্লব ঘটিয়েছে।

স্থপতি রফিক আজম বলেন, ক্লায়েন্টদের চাহিদা অনুযায়ী ভবন নির্মাণের আগে তাদের খরচের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। উচ্চ পণ্য মূল্য এখানে প্রভাব ফেলে।

স্থপতি মামনুন মুর্শেদ চৌধুরী বলেন, তারা সর্বদা অগ্নি নিরাপত্তা ইস্যু এবং নিয়মকানুন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেন।
সাবেক পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স মেজর (অব.) এ কে এম শাকিল নেওয়াজ বলেন, তিনি এফআর টাওয়ারের অগ্নিকাণ্ডের মতো অনেক অগ্নিকাণ্ডের নেতৃত্ব দিয়েছেন যা বর্ণনাতীত ঘটনা।

এমইপি কনসালটেন্ট ইঞ্জি. মো. হাসমোতুজ্জামান সবাইকে একই পেজে থাকার এবং কোডের সব ত্রুটি দূর করে জাতীয় বিল্ডিং কোডের উন্নয়নে একসাথে কাজ করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, কোডটি সময়োপযোগী হওয়া উচিত এবং অবকাঠামোর আধুনিক নকশা বিবেচনা করা উচিত।

ইলেকট্রনিক্স সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইসাব) সভাপতি জহির উদ্দিন বাবর বলেন, অগ্নিনিরাপত্তা পণ্য আমদানি করতে গিয়ে তারা কাস্টমসের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

তিনি বলেন, তবে, আমি উৎপাদকের পণ্যের গুণমান বজায় রেখে কম দাম নির্ধারণ করার জন্য অনুরোধ করছি যাতে মানুষ পণ্য ব্যবহারে উৎসাহী হয়।

তিনি আরো বলেন, সেক্টরের উন্নয়নে তাদের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারা আমদানির মাধ্যমে ৮০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে।

গ্রাসহপার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহমুদুর রশিদ বলেন, ‘আমাদের শিল্প ও ভবনের জন্য টেকসই এবং নিরাপদ অগ্নি প্রতিরোধক গ্লেজিং সলিউশন দিতে এফজি গ্লাসের সঙ্গে হাত মেলাতে পেরে আমরা খুবই গর্বিত।

বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হওয়ার জন্য তিনি এফজি গ্লাসকে (ভারত) ধন্যবাদ জানান।

Print